দর্শনায় মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক

দর্শনা পৌর এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল ৪টায় দর্শনা থানার ২নং বিট পুলিশিং আয়োজনে পৌর এলাকার পরাণপুর সরকারী স্কুল মাঠে বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়িচ্ছি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি সোলায়মান হোসেনের সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর। তিনি এলাকার জন সাধারণের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ করতে আমিসহ আমার পুলিশ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে গ্রামবাসী যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে দ্রুত সমাজ থেকে মাদক ও সন্ত্রাসসহ সকল অপকর্ম দুর হবে।

এছাড়া উপস্থিত সকলকে তাদের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলার পরামর্শ দেন এবং তিনি আরো বলেন, মেয়ে সংসারের বোঝা নয় তাদের লেখাপড়া করিয়ে সম্পদ করে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সেপেক্টর অপারেশন নিরব হোসেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, ৫নং ওয়ার্ড আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরজে আলী। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, আলতাফ হোসেন মন্ডল, আবু বক্কর, শাহজুল ইসলাম ও আব্দুল ওয়াদুদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা থানার তদন্ত কর্মকতার্ আহম্মেদ আলী।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হৃদরোগ আক্রান্ত, হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এ্যাড. আব্দুস সালাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গত সোমবার তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে সেখানে ভর্তি করা হয়। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা ও শারিরীক অবস্থার খোজ নিতে মেহেরপুরের আওয়ামী লীগ নেতারা তাকে দেখতে যান।

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাহবুব আলম শান্তি, সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখনসহ বেশ কয়েকজন নেতা তাঁকে দেখতে যান এবং শারিরীক খোজ খবর নেন। তাঁর শারিরীক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলেও জানান।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া মামলার আসামি হেলাল গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়া মামলার এজাহারনামীয় আসামি মো: হেলালকে গ্রেফতার করেছে মুজিনগর থানা পুলিশ।

বুধবার রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার খয়রদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। মো: হেলাল মহাজনপুর গ্রামের মো: জাকের আলীর ছেলে।
পরে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু লোক অনলাইন জুয়া IxBet, Lincbet, Melbet, Bet Winner, Walmart এর সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে এবং অনলাইন জুয়া x Bet, Linchet Melbet, Bet Winner Ges Walmart

পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগন/রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর জোগসাজোশে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করছে। অনলাইন জুয়া IxBet, Linchet, Melbet, Bet Winner G Walmart সহ বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটের সাব এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগদ /রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসয়িক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে করছে।
গত ২০ অক্টোবর মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান আক্তার, তরিকুল ইসলাম, রুবেল হোসেন কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকালে তাহাদের নিকট থেকে আলামত হিসেবে ৭টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার লেনদেনের ৫০ হাজার টাকা, ২৩টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যাহার মধ্যে ২ টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ০১ (এক) টি চ্যানেল, অনলাইন জুয়া bet winner এর ০৪ (চার) টি চ্যানেল উদ্ধার করেন। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর মোঃ সাইদুর ইসলাম, সুমন খন্দকার, রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে অনলাইন জুয়ার আলামত হিসেবে ৫টি মোবাইল ফোন, ৯ টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যার মধ্যে ১টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ১ টি চ্যানেল উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার এজাহারনামীয় আসামি মো: হেলাল।

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আটক ২

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। এ অভিযানে দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে দু’সহদর রাজ্জাক ও ওয়াসীমকে মাদক সহ আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনকে ইয়াবা ও অপরজনকে ফেনসিডিল সহ আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সরকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয় দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের স্কুলপাড়ায় অভিযান পরিচালনাকালে আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩০) বসতঘরে তল্লাসী চালিয়ে ২১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ তাকে আটক করা হয়।

পরে আটককৃত আসামীকে ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ রায় প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন।

পৃথক আরেকটি অভিযানে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে একই অভিযানিক দল মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের স্কুলপাড়ায় রাজ্জাকের বড় ভাই ওয়াসিমের (৩৬) নিজ বসতঘরে। এ অভিযানে তার বসতঘর হতে ৮ বোতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত আসামী ওয়াসীমের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ওয়াসিমের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

কুমারখালীতে ৮ ইটভাটার মালিককে ২০লক্ষ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৮টি ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত চর সাদিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালান উপজেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর।

অভিযানে ভাটার বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায়, ফসলি জমি ব্যবহার, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোসহ নানাবিদ অপরাধে ৮টি ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আমিরুল আরাফাত। এসময় কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ – পরিচালক মো. আতাউর রহমানসহ জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ, র্যাব, পুলিশসহ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থদণ্ড প্রাপ্ত ভাটাগুলো হলো-এআরবি ব্রিকস, এমএমএ ব্রিকস, এবিসি ব্রিকস, এমএসবি ব্রিকস, কেআরবি ব্রিকস, আরজেডবি ব্রিকস, এসএএন ব্রিকস, এইচ আর বি ব্রিকস।

এ ব্যাপারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), মো. আমিরুল আরাফাত বলেন, বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায়, কৃষি জমি ব্যবহার, কয়লার বদলে কাঠ পোড়ানো সহ নানাবিদ অপরাধের দায়ে আট ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে সব গুলো ভাটায় অভিযান চালানো যায়নি। পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ ভাটায় অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ – পরিচালক মো. আতাউর রহমান বলেন, অবৈধ ভাটা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন তাঁরা। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারনে চরসাদিপুরে এক্সক্যাভেটর দিয়ে ভাটা গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়না।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান,জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা সহ জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে হাসপাতাল মোড়ের ফার্মেসিগুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে মেসার্স মতিন ফার্মেসিতে তদারকিকালে ফ্রিজ ও র্যাকে সংরক্ষিত মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ পাওয়া যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ আব্দুল মতিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স তুহিন ফার্মেসিতে তদারকি করা হয়। এসময় ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ জব্দ করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাক্সিন ও ইনজেকশন ফ্রিজের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ নাজমুন নকিবকে ৫১ ধারায় ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ০২টি ফার্মেসিকে মোট ২০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় এবং সবাইকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা এর সহকারী পরিচালক এ কে এম মহসীনিন মাহবুব ও চুয়াডাঙ্গা জেল পুলিশের একটি টিম।

জনসার্থে এই অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

শৈলকুপায় বগুড়া ইউনিয়নের ফ্রি মেডিকেল সেবা প্রদান

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলা বগুড়া ইউনিয়নে বিনামূল্যে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২ হাজার মানুষের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়সহ স্বাস্থ্য

সেবা প্রদাণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত উপজেলার বগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে দলিলপুর ব্লাড ডোনার ক্লাবের আয়োজনে এ স্বাস্থ্য সেবা প্রদাণ করা হয়।

সংগঠনটির ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর বগুড়া ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সেবায় দিয়ে থাকে। এই সেবা দিতে অংশগ্রহণ করেন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিশেষষ্ণ ডাক্তার লক্ষণ কুন্ডু সহ ১০ জন চিকিৎসক ও সেবিকারা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার, উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, ধলাহরাচন্দ্র ইউপি চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান ও বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল এছাড়া অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামবাসীর মুখে শোনা যায় এই প্রথম শফিকুল ইসলাম শিমুল চেয়ারম্যান এর উদ্যোগে এই সেবা পাচ্ছে এবং গ্রামের উন্নয় লক্ষ্য করছি। এত গ্রামবাসী খুব খুশি বলে আমাদেরকে জানান।

চুয়াডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় শহরের টার্মিনাল সংলগ্ন চেম্বার ভবন হল রুমে।

চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সভাপতি ইয়াকুব হোসেন মালিক এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন।

এ সময় তিনি বলেন, আমরা আপনাদের ঘরের সন্তান। এই শীতে আপনারা অমানবিক কষ্ট করবেন, তা মেনে নেয়া যায় না। আপনাদের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, পরিবারের সদস্য হিসেবে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে। এ সময় তিনি মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে সবাইকে আহ্বান জানান। যে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কারও চোখে পড়লে পুলিশকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মাহাব্বুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন, চুয়াডাঙ্গা দোকান মালিক সমিতি সাধারণ সম্পাদক ইবরুল হাসান জোয়ার্দ্দার ইবু সহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে গৃহবধুর আত্ম*হত্যা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলাধীন বাগোয়ান গ্রামে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে চামিলী খাতুন (১৯) নামে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বাগোয়ান গ্রামের তার শ্বশুর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। চামিলী মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন মেহেরপুর পৌর গৌরস্থান পাড়ার শাহ নেওয়াজ এর মেয়ে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে চামিলী শ্বশুড় বাড়িতে নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। এর আগে চামিলী পারিবারিক কলহের কারনে তার বাবার বাড়িতে চলে গেলে চামিলীর শ্বশুর চামিলীকে গত ১ মাস আগে বাগোয়ান গ্রামে নিয়ে আসে। এদিকে আজ সকালে চামিলী তার স্বামীর সঙ্গে

কথাকাটা কাটি ও একটু ঝামেলা হয়েছিল এবং দুপুর দিকে সে নিজ ঘরে গলাই ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। চামিলীর শ্বশুর আনছারুল শেখ প্রথমে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চামিলীকে উদ্বার করে এবং মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক চামিলীকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত চামিলীর নয় মাসের একটি ছেলে সন্তান আছে।

জেলা সার্কেল এসপি আজমল ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং আত্নহত্যা নিশ্চিত না করতে পারাই নিহত চামিলীর লাশ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠানো হয়।

বাগোয়ান ইউপির ৫ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুর রকিব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, প্রায় দেড় বছর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার মেহেরপুর পৌর গৌরস্থান পাড়ার শাহ নেওয়াজের মেয়ের সাথে বাগোয়ান গ্রামের আনছারুল শেখ এর ছেলে রাব্বিল এর সঙ্গে চামিলীর বিয়ে হয়।আত্মহত্যার সঠিক কারণ বলতে পারবনা।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার সঠিক কারণ জানার জন্য লাশ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট দেখে নিশ্চিত করা যাবে ঘটনাটি আত্নহত্যা নাকি হত্যা ।

মুজিবনগরে ৪ ভিক্ষুকের বিকল্প কর্মসংস্থান

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনের এসে স্বাবলম্বী হওয়ার আশা পূরণ করল উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর তৈরি করে দেয়া হলো কর্মসংস্থান পথ।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদের অর্থায়নে তাদের কর্মসংস্থান ব্যাবস্থা করে দেয়া হয়।উপজেলা

কর্মসংস্থানের লক্ষে ৩ জন প্রতিবন্ধি ভিক্ষুকের হাতে তুলে দেয়া হয় একটি করে ক্ষুদ্র ব্যবসা (মুদি-মনিহারি দোকান) ও ১ জন নারির হাতে তুলে দেয়া হয় একটি গাভি গরু।

বৃহস্প্রতিবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামের শাহাবুদ্দীনের ছেলে খবিরুল ইসলাম,মহাজনপুর গ্রামের লুতফর রহমানের মেয়ে পাপিয়া খাতুন ও বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের সুধীর মন্ডলের ছেলে জোসেফ মন্ডলকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য (মুদি-মনিহারি দোকান) উপহার দেওয়া হয় এবং

মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামের মুনছুর শেখের ছেলে জহিরুল ইসলামকে একটি গাভী গরু উপহার দেওয়া হয়। উপকারভোগীদের হাতে সেগুলো তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা,মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা উপস্থিত ছিলেন।